112

দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 OCT 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

৭২

# বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের বেতন

বিভিন্ন কারণে বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মদ্রাসার শিক্ষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমাত্র সরকার প্রদেয় তাঁদের ৭০% ভাগ বেতনের ওপরেই মূলত ও প্রধানত নির্ভরশীল। তাই এটি প্রতি মাসান্তে নিয়মিতভাবে তাঁদের হাতে পৌঁছানোর সুবন্দোবস্ত করা একান্তভাবেই জরুরী।

সরকারও এই জরুরী প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করেই তাঁদের বেতন বিলের নাম 'এমপিও' বা 'মাসিক বেতন প্রদানাদেশ' রাখেন এবং এ আদেশ বিগত ১লা জুলাই থেকেই কার্যকরী করার ওয়াদা দেন এ বছরেরই বিগত ৫ই এপ্রিল তারিখে।

কিন্তু তিন মাস অতিবাহিত হবার পরেও তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় শিক্ষকেরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। তাঁদের অধিকাংশের অস্তিত্বই আজ দারুণভাবে বিপন্ন। এই দুর্মূল্যের দিনে এবারকার বাজেটোত্তর আর এক ধাপ দ্রব্যমূল্যের চাপে তাঁদের নাভিশ্বাস উঠেছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর তিন মাসের বেতন অক্টোবরের ৭ তারিখের মধ্যে পেলেও তাঁরা ভাবতে পারতেন যে তাঁদের মাসিক বেতন প্রদান কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু তাঁরা জুলাই-আগস্ট ২ মাসের বেতন পাচ্ছেন এবং ফেডারেশন ও সরকার তাঁদের মাসিক ভিত্তিক বেতন প্রাপ্তির বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু তবুও দীর্ঘদিনে সব জটিলতা কেটেছে এই বিশ্বাসে আমরা আশাবাদী।

সুতরাং বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে ও মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে তাদের প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের ১ তারিখে নিয়মিতভাবে তাঁদের হাতে পৌঁছানোর সুব্যবস্থা (সেপ্টেম্বরের বকেয়া ও অক্টোবরের বেতনসহ) আগামী ১লা নবেম্বর থেকে কার্যকরী করে সরকারের ওয়াদার প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যে আমরা আবেদন জানাই। এ ব্যাপারে কলেজ শিক্ষক ফেডারেশনের মহামান্য সভাপতির প্রত্যক্ষ, জরুরী ও ত্বরিত হস্তক্ষেপ কামনা করি।

মুহম্মদ আবদুল হাই খান,
সহকারী অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
কাপাসিয়া কলেজ
গাজীপুর।